



মা নর্মদা এক আশ্চর্য নাম

মা নর্মদা বা নর্মদা নদী হল ভারতের একটি পবিত্র নদী। এটি মধ্যপ্রদেশে, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং আরব সাগরে মিলিত হয়েছে। নর্মদাকে "মধ্যপ্রদেশের জীবনরখা" হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। নর্মদা নদী মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক পর্বতমালার কাছে উৎপন্ন হয়েছে। এটি মধ্যপ্রদেশে, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্যগুলির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আরব সাগরে পতিত হয়েছে। নর্মদা নদীকে "মধ্যপ্রদেশের জীবনরখা" হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। নর্মদা জয়ন্তী একটি বিশেষ উৎসব, যা মা নর্মদার সাথে সম্পর্কিত।

ঐতিহ্য:---নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত শহর ওমকারেশ্বর আদিশঙ্কর তাঁর গুরু গোবিন্দ ভাগবতপাদের সাথে দেখা করেছিলেন।

নর্মদা নদী ভারতের সাতটি পবিত্র নদীর মধ্যে একটি এবং এটি তীর্থযাত্রা বা যাত্রায় উত্স থেকে সমুদ্র এবং পছিনে প্রদক্ষিণ করার ঐতিহ্য রয়েছে।

অরণ্যশ্যামগম্ভীর উপত্যকার মাঝখানে ভারতের এক আশ্চর্য সৃষ্টি এই নর্মদা। একই অঙ্গে তার কত রূপ।

কোথাও শ্বাপদসংকুল গভীর জঙ্গল, কোথাও রুক্ষ বনধুর ভূমি, যেন সব রুদ্রসাজে সজেছে।

আবার তীরে তীরে কত রমণীয়, বৃক্ষসকল, শস্যক্ষেত্রে, জনপদ, মন্দির, তীর্থ ও সাধু-মহাত্মাদের সাধনকুটরি []এ সবের মধ্যে নর্মদার শব্দময় রূপই যেন বিরাজ করে। তপস্যার উত্তমভূমি এই নর্মদাতট। স্কন্দপুরাণের রবোখণ্ডে মা নর্মদার বিবরণ পাওয়া যায়।

কল্যাণময়, শবিশঙ্করের মানসকন্যা নর্মদা। তাই নর্মদার প্রতিটি কণ্ঠেরই শঙ্করময়।

নর্মদার জল উৎস থেকে মাহেনা পর্যন্ত সর্বত্রই মহিমাময়, ও সাধুসন্তের তপস্যার উত্তম স্থল।

প্রচলিত বিশ্বাস, তপস্যায় সদ্ধিলাভ করতে হলে নর্মদাতটই শ্রেষ্ঠ।

মা নর্মদা এক আশ্চর্য নাম। যাঁরা জানেন না, তাঁদের কাছে এটি শুধু একটি শব্দমাত্র। একটি নদী মাত্র।

আর যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে মা নর্মদা সেই আশ্চর্য দেবী, যনিকলযিুগে এখনও আশ্চর্য কৃপাময়ী এক শক্তি। এক আশ্চর্য অপার্থবি গতিপ্রবাহ, যখনে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত সাধক সাধিকা সাধনা করে চলছেন অমৃতত্বের জন্যে।

নর্মদাকে পাপ ধ্বংসকারী পবিত্র নদী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। নর্মদার উপত্যকায় অমরকন্টক। প্রধান তীর্থস্থানগুলির মধ্যে অমরকন্টকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

সনাতন ধর্মে মা নর্মদার পরিক্রমার বর্ণনা আছে। বহু বৎসর ধরে সাধু সন্ত ও সাধারণ মানুষ নর্মদার পরিক্রমা করে আসছে।

প্রদক্ষিণ: -নর্মদা পরিক্রমা হল নর্মদা নদীর প্রায় 3,800 কিলোমিটার (3,500 কিলোমিটারও বলা হয়) প্রদক্ষিণ করা, যা মূলত পায়ের হাঁটে সম্পন্ন করা হয়।

শুরু:-যাত্রা সাধারণত মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে শুরু হয়, যখনে নর্মদা নদীর উৎস অবস্থিতি।

মা নর্মদা কীভাবে এলেন পৃথিবীতে?

গঙ্গা স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা নর্মদা দর্শনেই পাওয়া যায়। নর্মদায় স্নানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সনাতন ধর্মে নর্মদা নদীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কথিত আছে যে, গঙ্গা স্নান করলে যে পুণ্য পাওয়া যায়, তা নর্মদা নদীর জলে স্নান করলেও পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে বলা আছে- গঙ্গা কংখলে পুণ্য, কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী, গ্রামীণ বট আদি বারাগে, পুণ্য সর্বত্র নর্মদা অর্থাৎ গঙ্গা কাঁথালে পবিত্র, সরস্বতী কুরুক্ষেত্রের পবিত্র, কনিতু গ্রাম হোক বা বন, নর্মদা সর্বত্র পবিত্র মহারসতি।

রওয়া খণ্ড অনুসারে, শিব যখন রকিশা পর্বতে তপস্যা করছিলেন তখন তাঁর ঘাম থেকে নর্মদার সৃষ্টি হয়েছিল।

নর্মদার জন্মের কাহিনী খুবই মজার। পুরাণ অনুসারে নর্মদার উপত্যকায় শিবের কাছ থেকে। তাই তাকে শিবের কন্যা বলে মনে করা হয়। স্কন্ধ পুরাণে লেখা আছে যে রাজা হরিণ্যভজে তাঁর পূর্বপুরুষদের মোক্ষ দিতে 14 বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে ভগবান শিবকে খুশি করেছিলেন এবং নর্মদার পৃথিবীতে আগমনের বর চেয়েছিলেন। ভগবান শিবের আদেশে, নর্মদা কুমরির উপর বসে 12 বছর বয়সী ময়েরে আকারে মহাকাল পর্বত থেকে অমরকন্টকে অবতরণ করেন। তাই তাকে মাখলপুত্রীও বলা হয়। এখান থেকে নর্মদা গুজরাটে ভাদুচরে খাম্বাত উপসাগরে মিলিত হয়েছিল।

অমরকন্টককে মায়ে মাথা এবং ভাদুচকে পাদদেশ বলে মনে করা হয়।

নর্মদা নদীর বয়স কত?

নর্মদা নদী: মধ্যপ্রদেশের জীবনরখো। নর্মদাকে ভারতের প্রাচীনতম নদী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যার বয়স আনুমানিক 15-16 কোটি বছর।

নর্মদা মানে নরম, সুখ ও দান। আদিগুরু শঙ্করাচার্য নর্মদাস্টক-এ মাকে সর্বতীর্থ নাযকম বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ মা নর্মদাকে সমস্ত তীর্থের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়েছে। স্কন্দপুরাণ অনুসারে, ভগবান বিষ্ণুর প্রতিটি অবতার

নর্মদার তীরে এসে মা নর্মদার প্রশংসা করছিলেন। তিনি দিনে সরস্বতীতে স্নান করলে এবং একদিনে গঙ্গা স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা নর্মদা দর্শন করলেই পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে রাজ্যে এর বিশাল অবদানের কারণে একে মধ্যপ্রদেশের লাইফলাইনও বলা হয়। নর্মদা গোদাবরী এবং কৃষ্ণার পরে তৃতীয়, দীর্ঘতম নদী যা সম্পূর্ণরূপে ভারতের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

